১৮-০৪-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করতে, যার ফলে তোমরা সৃষ্টি-জগতের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকে জানতে পেরে প্রকৃত বুদ্ধিমান হয়ে ওঠো"

প্রশ্ন :- আত্মা আর শরীর উভয়কেই পবিত্র বানাবার জন্য এবং রাজ্য-ভাগ্য পদের অধিকার পাবার সহজ বিধি কি ?

উত্তর :- দেহ সহিত যা কিছু পুরানো খড়কুটো আছে তোমার কাছে, সেগুলি সব বাবাকে দিয়ে, তা বদল করে নাও। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাবাকে সমর্পণ করে দাও। সবকিছু সমর্পণ করে বাবাকে ট্রাস্টী বানাও। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো, তাতেই আত্মা ও শরীর উভয়ই পবিত্র হয়ে যাবে। রাজ্য-ভাগ্য পদেরও প্রাপ্তি তাতেই হবে। জনক রাজাও এভাবে সমর্পিত হওয়ার পর, উনিও জীবন-মুক্তি পেয়েছিলেন। বাবাকে তোমাদের উত্তরাধিকার বানালে, আগামী ২১-জন্মের অধিকার পেয়ে যাও তোমরা।

গীত :- নয়ন-হীনকে দিশা
. দেখাও প্রভু .....।

ওঁম্ শান্তি ! বাচ্চারা তোমরা যে গীত শুনলে, সেই গীতের মাধ্যমে ভক্তরা ভগবানকে ডাকছে। কিন্তু, সঠিক ভাবে ভগবানকে না জানার কারণে মানুষ আজ এত দুঃখী। ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতিতে তারা কতই না মাথা ঠোকে। যা কেবল এই এক জন্মেরই ব্যাপার নয়-যখন থেকে ভক্তি-মার্গ শুরু হয়েছে, তখন থেকেই দরজায়-দরজায় এমন ধাক্কা-ঠোকর খেয়েই আসছে। অথচচ, এই ভারতেই একদা পূজ্য দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। যাকে বলা হতো স্বর্গের সত্য-রাজ্য বা স্বর্গ। সেই ভারতই এখন সম্পূর্ণ অসত্য-রাজ্যে পরিণত। একদা কেবল ভারতেরই খুব মহিমা ছিল, যেহেতু এই ভারতই পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থান। পরমাত্মার প্রকৃত নাম "শিব"! ওনার নামেই "শিব-জয়ন্তী" পালন করা হয়। তা কিন্তু রুদ্র বা সোমনাথ জয়ন্তী বলা হয় না। কেবলমাত্র শিব-জয়ন্তী বা শিবরাত্রি বলা হয়। বর্তমান দুনিয়াতে সবারই নয়নহীন, বুদ্ধিহীন অবস্থা! যেহেতু সবার মধ্যেই ৫-বিকারের প্রবেশ ঘটেছে। রাবণ সবাইকে এমন নয়নহীন আর বুদ্ধিহীন বানিয়েছে। তাই তো একে অপরকে দুঃখ-কষ্ট দিতেই ব্যস্ত। ভারত যখন স্বর্গ-রাজ্য ছিল, তখন ভারতে দুঃখ-কষ্টের নাম গন্ধও ছিল না। কারণ, স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনাকারী তো স্বয়ং স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা (হেভেনলী গড় ফাদার)। অতএব, সব ভক্তেরই তো সেই একই ভগবান হওয়া উচিত - তাই না ? কিন্তু সবারই যে নয়নহীন অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষু বা ডিভাইন ইনসাইট যে হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখন স্বয়ং ভগবান বলছেন- উঁনি এসেছেন আমাদের রাজযোগের জ্ঞান শিক্ষা দিতে। যার মধ্য শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাই মুখ্য। "শ্রী" অর্থে শ্রেষ্ট মত, যার দ্বারা তোমাদেরকে বুদ্ধিমান বানানো হয়। আর দিব্য-চক্ষু অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা তৃতীয় নেত্রের প্রকাশ ঘটে। বাস্তবে জ্ঞানের এই তৃতীয় নয়ন একমাত্র তোমরা বি.কে. ব্রহ্মণেরাই পেয়ে থাকো। যার ফলে তোমরা প্রকৃত বাবাকে আর রচয়িতা-বাবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পারো।

বর্তমান দুনিয়ায় সর্বত্রই দেহের অহংকারে (ইগো) ও ৫-বিকারে জর্জরিত - তাই সবাই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা আলোর দিশা পেয়েছো। তোমরা আত্মারা সমগ্র বিশ্বের শুরু থেকে শেষের ইতিহাস-ভূগোলকেও জানতে পেরেছো। পূর্বে এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞানী ছিলে। কিন্তু সদগুরু তোমাদের যে জ্ঞানের অঞ্জন পড়িয়েছেন, তাতেই তোমাদের সেই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। পূর্বে যারা পূজ্য ছিল, তারাই পরবর্তীতে পূজারী হয়েছে। আলোর দুনিয়াতে যে থাকে সে পূজ্য, আর অন্ধকারের দুনিয়াতে সে হয় পূজারী। পরমাত্মা নিজে কিন্তু কখনই এমন পূজ্য থেকে পূজারী হন না। যেহেতু উনি তো স্বয়ং পরম-পূজ্য, অপরকে পূজ্য বানান তিনি। তাই তো ওনাকে বলা হয় পরম-পূজ্য পরমপিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণ কিন্তু এমন কিছু করতে পারে না। তাই ওনাকে কেউ ঈশ্বরীয় পিতা বা গড়-ফাদার বলে না। নিরাকার (শিব) গড়-ফাদারকেই সবাই গড়-ফাদার বলে। অবশ্য তিনিও আত্মা, কিন্তু সর্বদিকেই উঁনি যে পরম অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ, তাই ওনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। আত্মা আর পরমাত্মার স্বরূপ একই প্রকারের। কিন্তু আমরা (বাচ্চারা) কেবলই আত্মা আর উনি হলেন পরম-আত্মা, যিনি সদাকালের পরমধাম নিবাসী। ইংরাজীতেও ওনাকে সুপ্রীম-সোল অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমরাই তো গীতের মাধ্যমে বলে থাকো, আত্মা আর পরমাত্মার এই বিচ্ছেদ বহুকালের .....। পরমাত্মা কিন্তু তেমন নয়, উনি কিন্তু আত্মাদের থেকে বহুকাল তফাতে থাকেননি মোটেই। এমন ভাবার প্রধান কারণ জ্ঞানের অজ্ঞানতা, পূর্বে তাই ভাবা হতো, আত্মাই পরমাত্মা- আবার পরমাত্মাই আত্মা। এমন ধারণারই প্রচার করা হতো। আত্মাকে তো কল্পের জন্ম-মরণের চক্রে আসতে হয়, কিন্তু পরমাত্মার ক্ষেত্রে পুনঃজন্মের ব্যাপারটা, তা হয় না মোটেই। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে সেসবই বোঝাচ্ছেন- "বাচ্চারা, তোমরা ভারতবাসীরাই একদা স্বর্গবাসী ও পূজ্য ছিলে। তোমাদের এই পরিবারকে ঈশ্বরীয় পরিবার বলা হয়। আচ্ছা, তোমরা একটা কথা জানাও তো, (প্রকৃত) মাতা-পিতা তোমরা কাকে বলবে ? একথাটাই বা কে বললো ? -অবশ্য আত্মাই তা বলে। তুমিই মোদের মাতা-পিতা ..... তোমার কৃপাতেই আমরা অপার সুখ পেয়ে থাকি ..... যেমন খুশীতে আমরা ছিলাম স্বর্গ-রাজ্যে। তুমিই সেই মাতা-পিতা, আবার এসেছো তেমনই স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে। আমরাও তোমার উত্তরাধিকার বাচ্চা হই আবার। তখন বাবা জানান- "আমি কেবল কল্পের এই সঙ্গমযুগেই এসে তোমাদের রাজযোগ শেখাই, নতুন দুনিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে।"

এরপর বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন- বাচ্চারা, তোমরাই বরং আমাকে ভুলে গেছ। যেখানে তোমরা ভারতবাসীরা এই ভারতে এত করে শিব-জয়ন্তী (শিবের জন্মদিন) পালন করো। আর শিবরাত্রির মহিমাও অনেক। কিন্তু সেই রাত্রির প্রকৃত অর্থটা কি ? -আসলে তা হলো অসীম বেহদের ব্রহ্মার রাত্রি। সঙ্গমযুগে পরমাত্মা এসে সেই রাতের অন্ধকারকে দিনের আলোতে রূপান্তরিত করেন, অর্থাৎ বর্তমানের এই অন্ধকারের নরক-রাজ্যকে আলোর স্বর্গ-রাজ্য বানান। শিবরাত্রির প্রকৃত অর্থ জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা তো জানেই না। ভগবান হলেন নিরাকার। আর মানুষদের তো জন্ম-জন্মান্তরে, প্রতি জন্মেই শরীরেই নাম বদল হয়। পরমাত্মা জানাচ্ছেন, সেখানে ওনার কোনও শরীরই নেই আর শরীরের নামও নেই। ওনার কেবল নিরাকারী একটা নাম আছে - "শিব"। উনি কোনও বৃদ্ধ-বাণপ্রস্থ শরীরকে আধার করেন। অবশ্য তা এমন শরীর, যে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। শিববাবা এসে তারই শরীরে অবস্থান করে স্বর্গ-রাজ্যের রচনা করেন। আর বি.কে.-রা সবাই তার সন্তান হওয়ার সুবাদে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হয়। আর তা অবশ্যই প্রাপ্য সন্তানদের। -তাই না ? একমাত্র শিববাবাই হলেন উচ্চ থেকে অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ। এর পরেই আছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, যাদের

প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্টও আছে। প্রত্যেক অভিনয়কারীরই নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট থাকে। প্রত্যেক আত্মাতেই তার নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট সুখের পার্টও থাকে। তেমনি শিববাবাও কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পেই এসে ভারতবাসীদের স্বর্গ-রাজ্যের অধিবাসী বানান। যা এখন স্বয়ং ভারতবাসীরাই তা ভুলে গেছে। এরাই আবার বলে, অমুকে মরে গিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে। আরে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো নরকই। তবে তো তার পুনঃজন্মও এই নরকেই হবে। তবে কেন তোমরা তার আত্মাকে নরকের এই ভোজন খাওয়াবে ? যেখানে স্বর্গ-রাজ্যে অপার বৈভব আছে। তবে কেন তাদের আত্মাকে ডেকে এনে এই নরকের ভোজন খাওয়াও। যেখানে তোমরা জাগতিক পতিত পুরোহিত ব্রাহ্মণদের পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদিও খাওয়াও। এসব তো স্বর্গ-রাজ্যে চলে না। এবার বোঝো, ভারতের কি নিদারুণ দুর্দশাটাই না হয়েছে। তাই ভগবান উবাচঃ - এখন তোমাদের তৃতীয় নয়ন (জ্ঞান-চক্ষু) দিচ্ছি আমি। তোমরা আবার রাজারও রাজা হতে চলেছো। একদা যারা দেবী-দেবতা ছিল, তারাই ৮৪-জন্ম নিয়ে এখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। আর তোমরা বাচ্চারা তো জানোই, তোমরাই সেই শিববাবারই ওয়ারিশন বাচ্চা আবারও হয়েছো। এই শিববাবাই স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলেই তো, ওনাকেই সবাই স্মরণ করে। তাই তো তোমরা বলো- "ওঃ ঈশ্বরীয় পিতা, আমাদের প্রতি কৃপা করো।" সাধুরাও সাধনা করে, নির্বাণধামে যাবার লক্ষ্যে! যেহেতু এই ধাম হলো দুঃখধাম। আত্মা কখনই পরমাত্মাতে বিলীন হতে পারে না। একথা ভাবাটাই মস্ত বড় ভুল। তোমরা তা জানার পর, এখন তাই বলো যে, "আমরা আত্মারা প্রকৃত অর্থে পরমধামবাসী। আমরা আত্মারাই আবার দেবী-দেবতা কুলে জন্ম নেবো। আবার নিজেদের কর্মের ভাগ্যফল অনুযায়ী ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের ভোগ ভুগবো। আমরা আত্মারই প্রথমে দৈবী-কুলে, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হয়ে শূদ্রকুলের হবো।" শিববাবা কিন্তু কোনও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে না। উনি এসে কেবলমাত্র ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য বানান। একথাও প্রচলিত আছে যে, সূর্য-বংশী শ্রীলক্ষ্মী-নারয়ণের রাজত্ব সত্যযুগে। যেমন খ্রীষ্টানদের সমাজে প্রথম এডওয়ার্ড, দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, তৃতীয় এডওয়ার্ড --এই পরম্পরায় চলে। ঠিক তেমনই, প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণ, দ্বিতীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ, তৃতীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ --এইভাবে তা ৮-পরম্পরায় রাজত্ব চলে। এবার তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের তৃতীয় নেত্রের উন্মোচন হয়েছে নিশ্চয়।

বাবা জানাচ্ছেন, এখানে বসে উনি আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। বাচ্চারা- তোমরা আত্মারাও এইভাবেই ৮৪-জন্মের চক্র লাগিয়ে এই জন্মে এখানেই এসে পৌঁছেছো। বর্ণেরও একটা চিত্র বানানো হয়েছে- যাতে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণগুলি দেখানো হয়েছে। এখন নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছো, তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বোচ্চ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণের। বাস্তবে এখনই তোমরা প্রকৃত ঈশ্বরীয় সন্তান। তাই এই সময়েই তোমরা সহজ রাজযোগ আর প্রকৃত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারো, যার ফলে অপার সুখও পাও তোমরা। তোমাদের মধ্য কেউ কেউ সূর্যবংশী রাজ-ঘরানায় আবার কেউ কেউ চন্দ্রবংশী রাজ-ঘরানার আশীর্বাদী-বর্সা নিয়ে থাকো। সম্পূর্ণ রাজ-ঘরানারই স্থাপনা এই সময়েই হয়ে থাকে। যে যার নিজের পুরুষার্থের হিসাবে সে তার নিজের পদ পায়। তবুও কেউ যদি জানতে চাও, এই সময়ে জ্ঞানের পাঠ পড়তে পড়তেই আত্মা যদি তার শরীর ছেড়ে দেয়, তখন তবে সেই আত্মার কোন পদ প্রাপ্তি হবে ? বাবা কিন্তু তাও বলে দিতে পারবেন। যোগ-বলের দ্বারাই যেমন আয়ু বৃদ্ধি হয়, তেমনি বিকর্ম বিনাশও হয়। পতিত থেকে পবিত্র হবার এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। পতিত-পাবন বললেএকমাত্র এই ভগবানকেই স্মরণে আসে। কিন্তু সেই ভগবান যে কে, তা অবশ্য কারও জানা নেই। তাই বাবা স্বয়ং এখন ওনার নিজের পরিচয় জানিয়ে বলছেন- উনি

কেবল এই ভারতেই আসেন। যেহেতু ভারতই ওনার জন্মস্থান। একদা সোমনাথ মন্দির কত বিশাল আর মণিমুক্তযুক্ত কি সুন্দর ছিল তা। বাবা সেসবই বিস্তারিত বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদেরকে। এগুলিই পরে কখনও শাস্ত্রে পরিণত হবে। ভক্তি-মার্গ থেকে এসবের স্মৃতিগুলি রোমন্থন শুরু হবে। পূজ্যরা যখন পূজারী হয়, তখন থেকেই। শুরুতেই তারা সোমনাথের (অর্থাৎ অমৃত-সুধা-র) মন্দির বানায়। সত্যযুগ ও ত্রেতায় ভারত খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। ফলে মন্দিরগুলিও ছিল অগাধ ধন-সম্পদও পরিপূর্ণ। একদা যে ভারত এমন হীরে-তুল্য ধনী ছিল, এখন তার কানা-কড়িহীন কাঙ্গাল অবস্থা! কিন্তু, এখন বাবা এসেছেন, আবার ভারতকে তেমনি হীরে-তুল্য বানাতে। কল্প-বৃক্ষের সম্পূর্ণ ঝাড়েরই এখন খুবই করুণ জরাজীর্ণ অবস্থা।

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, আগে তোমরা মনের আয়নায় নিজেদেরকে দেখো, তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন স্বামী বা স্ত্রীকে বিয়ে করার উপযুক্ত হয়েছো নাকি। যেমন নারদের সেই গল্প-কথা আছে। এখনও যেখানে তারা এত পতিত আত্মা, সেখানে সম্পূর্ণ পবিত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের সাথে বিয়ের কথা ভাববেই বা কিভাবে ? তার উপরে যদি বিকারের বশে এলে, তবে তো পাসপোর্টই বাতিল হয়ে যাবে। তাই নিজেই নিজেকে বিচার করে দেখো, তোমরা যতটা পুরুষার্থ করছো, তাতে কি মাম্মা-বাবার গদীতে আসীন হতে পারবে ? বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো পতিত দুনিয়াই। অথচ, যেখানে পবিত্রতাই হলো মুখ্য বিষয়। তাই তো বর্তমানের এই দুনিয়ায়, না আছে স্বাস্থ্য, না আছে সম্পদ, আর না আছে সুখ-শান্তি। এ যেন মরুভূমির মরীচিকায় মৃগতৃষ্ণার দেশ। এমন দেশের রাজা তো দুর্যোধনেরাই হবে, যা শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে। বিকারীদেরকেই দুর্যোধন বলা হয়। আর দ্রোপদীরাও চিৎকার করতে থাকে, আমার লজ্জা-শরম রক্ষা করো প্রভু। যা কেবল একজন দ্রোপদীর ব্যাপার নয়। খুব সুন্দর ভাবে এগুলিরই ব্যাখ্যা করে শোনাতে থাকেন বাবা। যার বুদ্ধির যোগে যে যেমন ভাবে তা ধারণ করবে, ধারণাও সে হিসাবেই হবে। ব্রহ্মচর্য ধারণ করলে, তবেই এই জ্ঞান পাঠ সঠিক ভাবে পড়া যায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বার বার বলেন, ঘর-সংসার গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেই নিজেকে পদ্মফুলের মতন পবিত্র রাখতে হবে। (জাগতিক ওও অলৌকিক) উভয় দিকেরই কর্ম-কর্তব্য পালন করতে হবে। মরণ তো সবারই হবে। মৃত্যুপথযাত্রীর কানে আবার মন্ত্রও দেওয়া হয়। বাবাও তেমনি বলেন- "তোমরা সবাই এখন তেমনই মৃত্যুর মুখে। আমিই সেই কালেরও কাল= মহাকাল, আমি এসেছি তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অতএব তোমাদের তো খুব আনন্দ হওয়াই দরকার - ঠিক কিনা ? এই জ্ঞানের পাঠ যে খুব মনোযোগ সহকারে ধারণ করতে পারবে, সে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব পাবে। আর তেমন ভাবে পঠন-পাঠনে মন না দিলে প্রজাই হতে হবে তাকে। কিন্তু, তোমরা তো এখানে এসেছো রাজ্য-ভাগ্যের পদ লাভ করতে। এখানে শুধুই জ্ঞানের পঠন-পাঠন, এখানে অন্ধ-শ্রদ্ধার কোনও প্রশ্নই নেই। আর এই জ্ঞানের পাঠ কেবল রাজ্য-ভাগ্য (রাজা) পদ প্রাপ্তির জন্য। যেমন জাগতিক লেখা-পড়ায় তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবশ্যই রাখতে হয়। ব্যারিস্টার হতে চাইলে যেমন ব্যারিস্টার শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ রেখে ব্যারিস্টারির শিক্ষা নিতে হয়, আর এখানে স্বয়ং ভগবান যেখানে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন, সেখানে তো অবশ্যই ওনার সাথে স্মরণের যোগ রাখতেই হবে।

বাবা আরও জানাচ্ছেন, তিনি অনেক, অনেক দূর অসীম বেহদের পরমধাম এসেছেন এখানে! যা অনেক উঁচুতে অবস্থিত। সূক্ষ্মবতন থেকেও আরও অনেক উঁচুতে। কিন্তু সেখান থেকে এখানে আসতে ওনার এক পলক মুহূর্তই সময় লাগে মাত্র। ওনার চাইতে দ্রুতগামী আর কিছুই নেই জগৎ-সংসারে।

তেমনি মাত্র এক-সেকেণ্ডেই উনি জীবনমুক্তিও দিতে পারেন। যার প্রত্যক্ষ নমুনা জনক রাজা। বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন বহু পুরোনো ঝড়ঝড়ে অবস্থায়, অর্থাৎ নরক। আর স্বর্গ-রাজ্য বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। বাবা সেই নরকের বিনাশ ঘটিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন। কিন্তু তা বলে বাবাকে সর্বব্যাপী বললে তাতে কি কিছু প্রাপ্তি ঘটে - মোটেই না। কিছুই পাওয়া যায় না তাতে। বাবা এসে তোমাদের বি.কে.-দেরকে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। এছাড়া অন্য আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। আত্মা যেমন অমর-অবিনাশী, তাদের কর্ম-কর্তব্যের যা অভিনয়, তাও তেমনি অবিনাশী। তবে সেখানে আত্মাদের মধ্যে ছোট-বড় তফাতের প্রশ্নই বা আসে কিভাবে ? আত্মা তো এক অতি ক্ষুদ্র তারার মতন। তার মধ্যে ছোট-বড় হতেই পারে না। তোমরা বি.কে. বাচ্চারা, এখন গড-ফাদারলী স্টুডেন্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতার ছাত্র-ছাত্রী। যে ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং জ্ঞানের-সাগর, স্বর্গ-সুখদাতা (ব্লিসফুল)! তিনি স্বয়ং তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। তোমরা এও জানো যে, এই জ্ঞানের পাঠের দ্বারাই তোমরা আবারও দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছো। বাস্তবে তোমরা কিন্তু ভারতেরই সেবা করে চলেছো। আর তা করতে চাইলে, প্রথমেই বাবার সাচ্চা-বাচ্চা হতে হবে। কিন্তু অন্যত্র, লোকেরা তো জাগতিক গুরুর কাছেই যায়। হয় তারা নিজেরা তার শিষ্য হয়, নতুবা তাকে তারা গুরুর আসনে বসায়। আর এখানে যিনি- তিনি তো তোমাদের ঈশ্বরীয় বাবা। অতএব এমন বাবার প্রকৃত ও উপযুক্ত বাচ্চা তো হতেই হবে তোমাদের। তবেই তো বাবা তেমন বাচ্চাকে বাবার সম্পত্তির অধিকার দেবেন।

বাবা আরও বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের (পুরানো) সবকিছুর বদল করে নাও। বাবার যা কিছু সব তোমাদের আর তোমাদের যা কিছু খড়-কুটো আছে, তা ওনার। দেহ সমেত যা কিছু আছে, সবকিছুই ওনাকে দিয়ে দাও। তবেই তো তার বদলে উনি তোমাদের আত্মাকে শুদ্ধ-পবিত্র বানিয়ে, শরীরকে কাঞ্চন-কায়া বানিয়ে, স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্যের পদ দেবেন। অতএব তোমাদের যার কাছে বিনাশী যা কিছু আছে, তা এই রুদ্র-যজ্ঞে উৎসর্গ করো। বাবাকেই তার ট্রাস্টী বানাও আর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। জনক রাজাও তার সমস্ত রাজ্য-ভাগ্য সমেত সবকিছুই উৎসর্গ করার ফলেই উনি জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন। বাচ্চারা, তোমাদের এমন হতে হবে, "বাবা আমার যা কিছুই আছে, তা সবকিছুই তো আপনার।" উত্তরে বাবা বলেন - "আমাকে তোমাদের উত্তরাধিকারী বানালে, আগামী ২১-জন্ম তোমাদেরকেও আমার সবকিছুর উত্তরাধিকারী বানাবো। কেবলমাত্র আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। চাকরী-বাকরী, ব্যাবসা-বাণিজ্য যাই করো না কেন, যা কিছুই করো, এমন কি বিলেতেও যদি যাও, কেবলমাত্র আমার মত (শ্রীমৎ) অনুসারেই চলবে। এই একটা বিষয়ে তোমাদেরকে সতর্ক থাকতেই হবে। তা না হলে মায়া ঘন-ঘন আছাড় মারতে থাকবে। আর কোনও প্রকারের বিকর্ম কিন্তু করা চলবে না। প্রতি পদক্ষেপই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারলে তবেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। তোমাদের এই বাবা তো দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু-দাতাকর্ণ। তাই তোমাদেরকেই বাবা ওনার সবকিছুর ট্রাষ্টী বানায়। এদিকে তোমরাও বলো- তোমাদের যার যা কিছু ধন-সম্পদ, সে সবই তো ভগবানেরই দান। সেই ভগবান স্বয়ং এখন বলছেন, তোমাদের যা কিছু আছে, তা ওনাকে দিয়ে, সেগুলি বদল করে নাও। এ বিষয়ে উনি বাচ্চাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হচ্ছেন, কেবলমাত্র শ্রীমৎ অনুসারে চললেই, উনি তোমাদেরকে অতি উচ্চ স্তরের শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলবেন। এই সহজ রাজযোগের দ্বারাই লক্ষ্মী-নারায়ণ এমন সুন্দর আর সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারী হয়েছে। তাই তো বিড়লাদের মতন প্রতিষ্ঠিত লোকেরাও লক্ষ্মী-নারায়ণের এত বিশাল বিশাল ভব্য মন্দির বানায়। যদিও তারা নিজেরাই সেই প্রকৃত তথ্যটাই জানে না যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ এত ধনবান হয়েছে কিভাবে। তাই সেসবই বাবা

এখন বাচ্চাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- এখানে এখন যারা গরীব, আগামীতে তারাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের ধনী হবে। আর এখানকার ধনীদের যা কিছু ধন-সম্পদ আছে, সে সবই ধুলায় মিশে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের ঈশ্বরীয় মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মাতা-পিতার আসনে আসীন হওয়ার জন্য পবিত্রতাকে ধারণ করতে হবে। উভয় দিকেই সমতা বজায় রেখে পঠন-পাঠনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে মনোনিবেশ করতে হবে।

২) কোনও প্রকারেরই বিকর্ম করা চলবে না। খুব সতর্কতার সাথে কেবলমাত্র শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে। বাবার ট্রাষ্টী বাচ্চা অবশ্যই হতে হবে।

বরদান :- চেহারার দ্বারা সম্পন্ন স্থিতির ঝলক আর ফলক (আভাস ও আবেশ) প্রকাশকারী সর্ব-প্রাপ্তি স্বরূপ হও

ব্যাখ্যা :- সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো- সদা সুখ ও শান্তির, খুশীর ও জ্ঞানের, আর আনন্দের দোলনায় দোল খাওয়া। অর্থাৎ সর্ব প্রাপ্তির সম্পন্ন স্বরূপ হয়ে অবিনাশী জ্ঞানের নেশার ঘোরে স্থিত থাকা। চেহারার প্রকাশে যেন কেবল প্রাপ্তি আর প্রাপ্তির ফলক। এমন সম্পন্ন স্থিতির ঝলক আর ফলক (আভাস ও আবেশ)-এর প্রকাশই যেন পায়। যেমন স্থূল ধন-সম্পদের দ্বারা সম্পন্ন রাজাদের চেহারায় এক বিশেষ চমক থাকে। কিন্তু এখানে তো অবিনাশী প্রাপ্তি। অতএব এই প্রাপ্তির ঝলক হবে ঈশ্বরীয় ঝলক আর তার ফলক দেখা যাবে চেহারাতে।

স্লোগান :- ভাগ্যবান সে, যে সদা নিজে খুশী থেকে অন্যদেরকে খুশীর সম্পদ বিতরণ করতে থাকে।